শিশুদের মন কেড়েছে সিসিমপুর

নতুন চরের অবস্থান বরিশাল শহর ছেড়ে অনেক দূরে। যেতে হয় নৌকায় করে। পুরো গ্রামে একটা মাত্র টেলিভিশন। সারা দিনের বিনোদনের খোরাক মেটায় ওটা ছেলেবুড়ো সবার। নতুন চরে শুটিং হবে, সিসিমপুরের। গ্রামের লোক ভিড় করে দেখছে। শুটিংয়ে একটা নৌকা করে গুণি ময়রা আসছে। অমনি বাচ্চারা চিৎকার জুড়ে দিল- গুণি ময়রা আসছে, গুণি ময়রা আসছে। গুণি ময়রা আর কেউ নয়, সিসিমপুরের একটি চরিত্র। সিসিমপুরে তার একটি মিষ্টির দোকান আছে। তিনি বাচ্চাদের নানা মজার মজার গল্প করে বেড়ান। শুধু কি বরিশালের নতুন চরের ছোট্টদেরই পছন্দ সিসিমপুর? না, ঢাকাতেও একই চিত্র। মনিপুর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বৃষ্টি তো নিয়মিত দেখেই। বৃষ্টির ছোট বোন বর্ষাও দেখে। শুধু শুক্রবার নয়, আর তিন দিন যে পুনঃপ্রচার হয় সেদিনও দেখে। সিসিমপুরের টুকটুকি, হালুম, ইকরি, শিকু, নানু, গুণি ময়রা ওদের প্রিয় চরিত্র। বৃষ্টি, বর্ষার মতো আরো অনেকের প্রিয় এসব চরিত্র। সিসিমপুর ইতিমধ্যে শিশুদের মনোযোগ কেড়েছে দারুণভাবে। আমাদের দেশে শিশুদের জন্য তেমন অনুষ্ঠান নেই বললেই চলে। যা আছে তার সংখ্যা হাতে গোনা শিশুদের উপযোগী। তাছাড়া শিশুদের অনুষ্ঠানের জন্য কমার্শিয়ালের অভাবও রয়েছে। শিশুদের প্রোগ্রাম করার জন্য নেই ভালো প্রডিউসার। সব মিলিয়ে শিশুদের অনুষ্ঠানের অভাব প্রকট। তবে এর মাঝে সিসিমপুর বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছে নয়নতারা কমিউনিকেশন। সিসিমপুর একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য। এখানে তথ্যের মাধ্যমে শিশুদের অরিয়েন্টেশন করা হয়। এতে পড়াশোনার প্রতি, পারিপার্শ্বিক নানা কিছুর প্রতি যে ভীতি রয়েছে, তা দূর হয়। সিসিমপুর নিয়ে অনুষ্ঠানটির নির্বাহী প্রযোজক ফুয়াদ চৌধুরী বলেন, 'আমরা চেয়েছি ৩-৬ বছর বয়সী বাচ্চাদের তথ্য দিয়ে নানা কিছুর সঙ্গে পরিচিত করাতে এতে যেমন বর্ণমালা কিংবা সংখ্যার ধারণা দিতে চেয়েছি। তেমনি শেয়ারিং কেয়ারিংয়ের বিষয় যেমন পশুপাখিকে আদর করা, গাছ ভালো তাই তাকে লালন করার বিষয়টি বলার চেষ্টা করেছি।'

শিক্ষামূলক নানা বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া

'ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসতে শেখানো'

সারা যাকের
প্রজেক্ট হেড, সিসিমপুর

সাপ্তাহিক ২০০০ : যে উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠানটি করছেন তা কি সফল হচ্ছে?

সারা যাকের : উদ্দেশ্য ছিল বাচ্চাদের পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলা। বিশেষ করে ৩-৬ বছর বয়সী বাচ্চাদের। আমাদের দেশে এ বয়সী বাচ্চাদের ভেতর পড়াশোনায় কিছুটা ভীতি কাজ করে। আমরা চেয়েছি আনন্দময় পরিবেশে বিনোদনের মাধ্যমে বাচ্চাদের ভেতর থেকে ভীতি দূর করতে। মানুষের কাছে নানা কথা শুনে আমার মনে হয়েছে অনুষ্ঠানটা জনপ্রিয় হচ্ছে। তা থেকে এ উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কী না তা পরিমাপ করা যায়।

২০০০ : আপনারা কোন বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন?

সারা যাকের : বিনোদনের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান শেখানো, সংখ্যার ধারণা দেয়া। তাছাড়া শিশুকে বোঝানো যে, সুস্থ থাকার জন্য স্বাস্থ্য, নিজেকে নিরাপদ রাখা। পারিবারিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া, কমিউনিটির ছোট-বড় সবাইকে সম্মান দেয়া, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসতে শেখানো, পশু পাখি-গাছপালার যত্ন নেয়া- এসব বিষয়ের ওপরে জোর দেয়া হয়েছে।

২০০০ : আপনারা বলছেন, যেসব অঞ্চলে টেলিভিশন নেই সেখানে যাবেন। কীভাবে যাবেন?

সারা যাকের : যেসব অঞ্চলে টেলিভিশন নেই, সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা একটি আউট রিচ প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। এজন্য আমরা কয়েকটি লোকাল এনজিও নির্বাচিত করেছি। এনজিওগুলো স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে কাজ করে। তাদের মাধ্যমে আমরা ওখানকার বাচ্চাদের মা, যারা বাচ্চা লালন-পালন করেন তাদের প্রশিক্ষণ দেই। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের নানা ম্যাটেরিয়াল দেয়া হয়। এগুলো দিয়ে তারা বাচ্চাদের সচেতন করবেন। ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে রয়েছে গল্পের বই, বোর্ড গেমস (যা শঙ্খ দিয়ে খেলবে), ফ্লাশ কার্ড, গ্রোথ চার্ট ইত্যাদি।

২০০০ : বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতে আপনার কোন বিষয়টি ভালো লেগেছে?

সারা যাকের : সিসিমপুরের সব মানুষই সমান, কোনো ভেদাভেদ নেই- এ দৃষ্টিভঙ্গি আমার ভালো লেগেছে।

হয়েছে অনুষ্ঠানটিতে। বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বেসিক শিক্ষা, ভাষা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জটিল চিন্তা করতে শেখানো, বিজ্ঞান, গণিত, যোগাযোগ দক্ষতা, কল্পনা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও নিরাপত্তার ধারণা, শ্রদ্ধাবোধ, উপলব্ধি, পরিবার, সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক, আর্ট, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য।'

তবে এ বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য নির্মাতারা দেশীয় নানা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়েছেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল, লায়লা খানের মতো নানা পেশার বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন। সিসিমপুর অনুষ্ঠানটি একটি বিদেশী অনুষ্ঠানের বাংলা রূপ। মূল অনুষ্ঠানটি হচ্ছে সিসেমি স্ট্রিট। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিসেমি ওয়ার্কশপ। আমেরিকাভিত্তিক অমুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হালের্ম শহরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার ব্ল্যাক কমিউনিটিতে প্রি-স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাদেরকে লেখাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য এটি শুরু হয়। বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়াই হচ্ছে এটির মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানটি এক সময় সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা পায়। পরে বিভিন্ন দেশে এটি তৈরি হয়। বাংলাদেশ হলো ২২তম দেশ, যারা সিসেমি স্ট্রিটের বাংলা সংস্করণ করেছে।

সিসিমপুর অবশ্য সিসেমি স্ট্রিটের হুবহু বাংলা নয়। এটি পুরোটাই বাংলাদেশী কনটেন্টে করা হয়েছে। এজন্য কাজ করছে একটি টিম। তারা গবেষণা করছে শিশুরা কোন কোন বিষয় পছন্দ করে তা নিয়ে। তাছাড়া তারা অনুষ্ঠান তৈরি করে নিয়ে বাচ্চাদের কাছেও যায়। বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে। তারা কোন বিষয়টি পছন্দ করছে, কোন বিষয়টি পছন্দ করছে না, কেন করছে না তা নিয়ে কথা বলে সেভাবে অনুষ্ঠানটি তৈরি করে।

অনুষ্ঠানটি বিটিভিতে প্রচার হওয়ায় সারা দেশের শিশুরা দেখতে পারে। কিন্তু অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে টেলিভিশন নেই। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নয়নতারা কমিউনিকেশন সেসব এলাকায়ও যেতে চাচ্ছে। এ জন্য তাদের রয়েছে আউট রিচ প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের আওতায় তারা ভ্যানগাড়িতে করে টেলিভিশন নিয়ে গিয়ে দেখায়। তাছাড়া তারা স্থানীয় এনজিওদের পার্টনারশিপের মাধ্যমে সচেতনতামূলক নানা ম্যাটেরিয়াল সরবরাহ করেছে।

আউট রিচ প্রজেক্ট ম্যানেজার ফেরদৌসী খানম জানান, ইতিমধ্যে ১০ হাজার বাবা-মাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যাদের মাধ্যমে বাচ্চারা সচেতনতামূলক নানা কিছু জানতে পারবে।

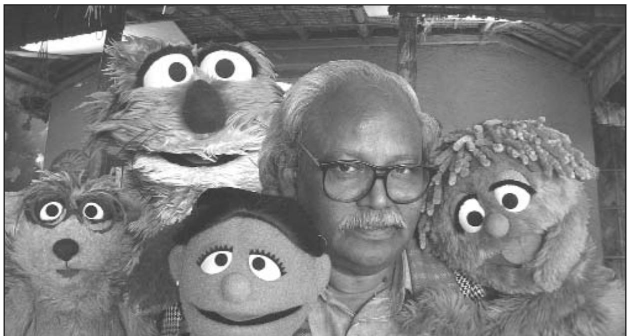
শিশুদের সামনে গুণীদেরও উপস্থাপন করা হচ্ছে ভিন্ন আঙ্গিকে

সিসিমপুর অনুষ্ঠানটি চারটি ভাগে বিভক্ত। ২৫ মিনিটের এ প্রোগ্রামটির প্রথম ১০ মিনিট হচ্ছে স্টুডিও পাপেট শো। ১-২ মিনিটের অ্যানিমেশন ফিল্ম। এজন্য ২৫ জন অ্যানিমেটর এখানে কাজ করছেন। লাইভ অ্যাকশন ফিল্ম হচ্ছে ৩-৪ মিনিটের। এডুকেশনাল কনটেন্ট এবং রিসার্চ হয় বাকি সময় জুড়ে। সিসিমপুর অনুষ্ঠানটির অর্থায়ন করেছে সেভ দ্য চিলড্রেন। অনুষ্ঠানটি ৫২ পর্বের। চলবে ২০০৭ সাল পর্যন্ত।

এ সপ্তাহের ঢাকা

শিল্পকলা একাডেমী : জাতীয় শিল্পকলা একাডেমীতে শুরু হয়েছে 'যাত্রা উৎসব'। দেশজ ধারার লোকযাত্রাসমূহকে অবক্ষয় ও অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে সপ্তাহব্যাপী এ উৎসবের। ২৩ মার্চ পর্যন্ত চলা এ উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় প্রদর্শিত হচ্ছে যাত্রাপালা। যাত্রাপালা ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করছে নিউ সবুজ অপেরার 'গুনাই বিবি', রূপাঞ্জলী অপেরার 'রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা', দেশ অপেরার 'কমলার বনবাস'। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে ২২ মার্চ সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন হবে লোকনাট্য দলের (বনানী) নাটক 'সোনাই মাধব'।

দৃক গ্যালারি : দৃক গ্যালারিতে শুরু হয়েছে আলোকচিত্র শিল্পী ফিলিপ গাইনের 'অরণ্য ও অরণ্যের সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেট) আয়োজিত এ প্রদর্শনী চলবে ২৪ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা। আলোকচিত্র প্রদর্শনী ছাড়াও থাকছে আদিবাসীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শনী।

মহিলা সমিতি : ২২ মার্চ সন্ধ্যায় মহিলা সমিতিতে মঞ্চায়ন হবে ঢাকা থিয়েটারের নাটক 'মঞ্চ'র 'ঘর জামাই'। নাটকটির রূপান্তর ও নির্দেশনায় রয়েছেন গোলাম সারোয়ার।

জয়নুল গ্যালারি : চারুকলার জয়নুল গ্যালারিতে শুরু হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের ছয় শিল্পীর 'আভার আবরণে' শিরোনামের প্রদর্শনী। আর্টিস্ট ক্লাব আয়োজিত এ প্রদর্শনীর শিল্পীরা হলেন এসকে মনির উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম, আওলাদ হোসেন, হাফিজ উদ্দিন বাবু, বাবু কাদের ভুঁইয়া ও সঞ্জীব দাস। প্রদর্শনী চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত।

সেলুলয়েডের ফিতায় ব্রিকলেন

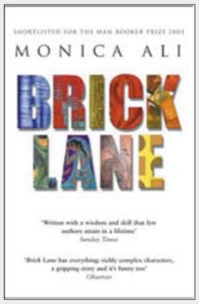

মনিকা আলীর পুলিৎজার পুরস্কার মনোনয়নপ্রাপ্ত বই 'ব্রিকলেন'-এবার বন্দি হচ্ছে সেলুলয়েডের ফিতায় । সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি করে ছবিটি নির্মাণ করবে যুক্তরাজ্যের একটি আন্তর্জাতিক প্রোডাকশন হাউজ। ছবিটির মূল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রযোজকরা ভারতীয় নায়িকা সামিরা রেডিকে প্রস্তাব দিয়েছেন। ব্রিকলেনের গল্প নাজনীন নামক এক বাংলাদেশী মহিলাকে কেন্দ্র করে। যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অনেক সমস্যায় জর্জরিত।

বুদ্ধদেব দাসগুপ্তের বাংলা সিনেমা কালপুরুষ-এ সামিরার অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে। আর এ জন্যই ব্রিকলেন ছবির প্রযোজকরা সামিরাকে নাজনীনের চরিত্রে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ছবির নির্মাণ কাজের জন্য প্রযোজকরা সামিরার কাছে ৪৫ দিনের সময় চেয়েছেন। কিন্তু সামিরা তার বলিউডের বিভিন্ন ছবির কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। তিনি যদি সময় বের করতে পারেন তবে তিনি অবশ্যই ব্রিকলেন ছবিতে কাজ করার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন।

সাইমন মোহসিন

ফ্যান্টাসি কিংডমের জমজমাট উৎসব

১৭ মার্চ, নানা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ৫ম বর্ষে পা দিল ঢাকা-আশুলিয়া মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী বিশ্বমানের থিম পার্ক ফ্যান্টাসি কিংডম, এদিন দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় আর আয়োজকদের নানা আয়োজনে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল অনুষ্ঠানস্থল।

সারাদিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতেই ফ্যান্টাসি কিংডমের থিম সঙ্গীতের

Drme gvZv‡j v AvBqe ev"P

মাধ্যমে বিশাল এক কেক কাটা হয় রাজপুত্র আশু এবং রাজকন্যা লিয়ার উপস্থিতির মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কনকর্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান এসএম কামালউদ্দিন এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার কামাল। এসএম কামাল উদ্দিন ঘোষণা করেন, 'এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার 'ফ্যামিলি ডে' হিসাবে উদযাপিত হবে। এদিনে দর্শনার্থীদের প্রবেশ টিকিটে থাকবে ৫০ শতাংশ ছাড়।'

৫ম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে এদিন দেশের সেরা গায়কদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে করে তুলেছিল প্রাণবন্ত। আয়োজিত কনসার্টে জেমস, আইয়ুব বাচ্চু, হাসান, পার্থ, হাবিব, বিপ্লব, আসিফ, পার্থিব এবং ব্যান্ডদল সাসটেইন গান পরিবেশন করেন। পরিচিত গানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উচ্ছাস ছিল চোখে পড়বার মতো। এছাড়া সকালের ফ্যাশন প্যারেড এবং সন্ধ্যায় চোখ ধাঁধানো আতশবাজি দর্শকদের বিমুগ্ধ করে তোলে। এদিনে ছোট বড় সকল দর্শকদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল র‌্যাফেল ড্র। ড্রতে আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল, এছাড়াও দর্শনার্থীদের প্রবেশ টিকিটেও ছিল বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা। সবকিছু মিলিয়ে রকমারী আয়োজনের ফ্যান্টাসি কিংডমের এ বর্ষপুর্তি উৎসব দর্শণার্থীরা মনে রাখবে এমনই একটি আয়োজন।

এক হাজার পর্বে শুভ সন্ধ্যা

শুভ সন্ধ্যার প্রথম পর্বের অতিথি অপি করিম ও উপস্থাপিকা টিনা সালেম মঞ্জুর

দর্শকনন্দিত এনটিভির নিয়মিত সান্ধ্য আয়োজন 'শুভ সন্ধ্যা'র এক হাজার পর্ব পূর্ণ হচ্ছে ৩০ মার্চ। শুভ সন্ধ্যা প্রতিদিন প্রচারিত হচ্ছে সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিটে। এর নানা আয়োজনের মধ্যে রয়েছে কাল সারাদিন, হাত বাড়িয়ে দাও, অন্য ছবি, দেখেছিলাম চোখের আলোয়, তবুও তৃষ্ণা মেটে না, আর্কাইভ থেকে, এনটিভি হাইলাইটস, গালগপ্পো ও ক্যামেরাওয়ালার মতো অভিনব চিন্তার এ নিয়মিত পর্বগুলোর সমন্বয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মিলিত প্রয়াস শুভ সন্ধ্যা।

এছাড়াও শুভ সন্ধ্যার নিয়মিত আয়োজনে থাকছে- আগামী দিনের ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খবরাখবর নিয়ে 'কাল সারাদিন'। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও মৃত্যু দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস, উপনিবেশিকতার কথা ইত্যাদি।

বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল রেখে শুভ সন্ধ্যা ক্রমশই বহু ভাষাভাষী সাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন সংস্কৃতির লোকজন শুভ সন্ধ্যায় অতিথি হয়ে আসেন। শুধু দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গই নয়, দেশের বাইরের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরাও আসেন শুভ সন্ধ্যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিবিদগণও অংশগ্রহণ করেন শুভ সন্ধ্যায়। স্বীকৃতি প্রসাদ বড়ুয়ার গ্রন্থনা ও প্রযোজনায় এবং টিনা সালেম মঞ্জুর, প্রেমাঞ্জিতা চৌধুরী, ফারাহ শারমীনের সাবলীল উপস্থাপনায় এনটিভির শুভ সন্ধ্যা ইতিমধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শুভ সন্ধ্যার পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এনটিভির একটি ক্রিয়েটিভ টিম নির্বাহী প্রযোজক পারভেজ চৌধুরীর নেতৃত্বে। পারভেজ চৌধুরীর সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা নিয়ে কথা হলে তিনি বলেন, 'এ দেশে এক হাজার পর্বের কোনো টিভি অনুষ্ঠান এই প্রথম। আমার কাছে ভালো লাগে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখন আইডল। এই অনুষ্ঠান দেখে উৎসাহী হয়ে প্রতিটি চ্যানেলই এ ধরনের আয়োজন করছে। আমার ইচ্ছে আছে এই অনুষ্ঠানে আরো কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত করার।'

স্বাধীনতা দিবসে টিভি আয়োজন

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এনটিভিতে রাত ৯টায় প্রচারিত হবে বিশেষ নাটক 'মাহতাব আলীর গল্প'। মুহম্মদ জাফর ইকবালের গল্প অবলম্বনে আনিসুল হকের নাট্যরূপে নাটকটি পরিচালনা করেছেন আরিফ খান। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসাইমেন্ট নিয়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ইন্টারভিউ নিতে গ্রামে আসে রূপা ও রেজা। পথে অনেক সিদ্ধান্ত নেয়, পরিকল্পনা করে সেই মুক্তিযোদ্ধাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যখন তার মুখোমুখি হয় তখন ঘটে অন্য ঘটনা। অভিনয়ে- বুলবুল আহমেদ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, অপি করিম, শাহেদ শরীফ খান এবং হুমায়ুন ফরীদি।

'মাহতাব আলীর গল্প' নাটকে হুমায়ুন ফরীদি

২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭.৫০ মিনিটে চ্যানেল আইতে দেখানো হবে আমজাদ হোসেনের রচনা ও পরিচালনায় নাটক চরগিরিশের বিষন্নতা

পান্থ রহমান রেজা, i"হুল তাপস
রোকন উদ্দিন
ছবি : সালাহ উদ্দিন টিটো